কালের কণ্ঠ

তারিখ 24 DEC 2017
পৃষ্ঠা

শিক্ষা আইনের সংশোধন দাবি পুস্তক প্রকাশকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন সৃজনশীল অনুশীলনমূলক সহায়ক বই প্রকাশ ও বিক্রয় পরিপন্থী বলে মত দিয়েছেন পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতারা। গতকাল শনিবার বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির (বাপুস) বার্ষিক সাধারণ সভায় এ অভিমত জানিয়ে আইন সংশোধনের দাবি করেন সংশ্লিষ্টরা।

রাজধানীর মহানগর নাট্যমঞ্চে গতকাল বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির (বাপুস) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র সাঈদ খোকন। উদ্বোধন করেন এফবিসিসিআই সভাপতি মো. শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন)। বাপুসের সভাপতি মো. আরিফ হোসেনের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য দেন সমিতির সহসভাপতি মো. সালাহউদ্দিন, সাবেক সহসভাপতি শ্যামল পাল, কামরুল হাসান শায়ক, ইঞ্জিনিয়ার মেহেদী হাসান প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সমিতির সহসভাপতি শরীফুল আলম ও সাবেক পরিচালক নেসার উদ্দিন আইয়ুব। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতি, জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি, বাংলাদেশ মুদ্রক ও বিপণন সমিতি, বাংলাদেশ পুস্তক বাঁধাই মালিক সমিতি, কালি শিল্প সমিতি ও বাংলাদেশ পেপার মিলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা।

আলোচকরা বলেন, 'শিক্ষিত ও সৃজনশীল জাতি গঠনে ভূমিকা রাখছে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি। দেশে মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব রয়েছে। তাই শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক রেফারেন্স বইয়ের প্রয়োজন রয়েছে। বাপুসের সাথে অনেক শিল্প জড়িত। প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনে যে ধারা-উপধারা আছে তা আইনে পরিণত হলে দেশের ২৮ হাজার বইয়ের দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। ২৫ লাখ মানুষ বেকার হয়ে পড়বে। সহায়ক বই বন্ধ হলে ছাত্র-ছাত্রীরা কোচিং ও প্রাইভেট টিউটরের ওপর নির্ভরশীল হবে। হাজার হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।'

প্রধান অতিথি মেয়র সাঈদ খোকন বলেন, 'ঢাকাবাসীর স্বার্থে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছে সিটি করপোরেশন। স্ট্রিট লাইট সচল রয়েছে। ০৯৬১১০০০৯৯৯ নম্বরে কল করলে ডিএসসিসির ডাক্তার বাসায় গিয়ে বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা দেন। আমরা দল-মত-নির্বিশেষে সবার জন্য শহরের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি।'